ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বিচ্ছেদের গুঞ্জন, অভিষেককে দেখে অপলক তাকিয়ে রইলেন ঐশ্বরিয়া

পৃঃ ৫

টেস্ট দলে জায়গা ফিরে পেতে কিপিং করতে প্রস্তুত রাহুল

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৪৫ ● কলকাতা ● ০৪ পৌষ, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে নেই প্রধানমন্ত্রী!

এবার কী করবে বিজেপি? খোলসা করলেন শুভেন্দুরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে আসছেন না প্রধানমন্ত্রী। তবে আমরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করব।' বললেন শুভেন্দু অধিকারী। গতকাল, মঙ্গলবার নিউজ এইট্রিন বাংলাই প্রথম জানায় যে, আগামী ২৪ শে ডিসেম্বর ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের যে অনুষ্ঠান হচ্ছে সেখানে যোগ দিতে পারছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি সহ অনেককেই আয়োজকেরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে আসার জন্য। প্রধানমন্ত্রী আসার ইচ্ছাপ্রকাশও করেছিলেন। তবে তিনি আসছেনই এমন চূড়ান্ত সূচি ছিল না। অন্তত এখন তেমনটাই জানাচ্ছেন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা। প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকার জন্য তিনি আসছেন না বলে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে সাধু সমাজকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

"লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। এটা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক অনুষ্ঠান। তবুও আমরা সাধু সমাজ যারা লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করছেন তাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে ", মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর। অন্যদিকে

এরপর ৩ পাতায়

১০০০ কোটি নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ!

মমতার বিরুদ্ধে মোদিকে ৬ পাতার চিঠি শুভেন্দুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকের ঠিক আগেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, চিঠিতে দুর্নীতি, আর্থিক কেলেঙ্কারি এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু। এর আগেও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর তরফ থেকে রাজ্য সরকার এবং শাসকদলকে নিশানা করে দুর্নীতির অভিযোগে সুর চড়াতে দেখা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে এর আগেও চিঠি লিখেছেন শুভেন্দু।

একদিকে যখন কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক সেদিনই পাল্টা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, বঞ্চনার অভিযো-সহ একাধিক বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীকে নালিশ জানানোর পাশাপাশি রাজ্য প্রশাসনের সদর দফতর নবান্নে দলীয় বিধায়কদের নিয়ে মুখ্য সচিবের কাছে গিয়েও অভিযোগে সুর চড়ালেন বিরোধী দলনেতা। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে।দুর্নীতির কারণে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্পের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বাংলার মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন বলেও প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে অভিযোগ বিরোধী দলনেতার। দুর্নীতি ইস্যুতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাজের ধীর গতি দেখে রাজ্যের মানুষ হতাশ। সূত্রের খবর, চিঠিতে এ কথাও উল্লেখ করেছেন শুভেন্দু। অবিলম্বে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানোর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীকে লেখা শুভেন্দু অধিকারীর ছয় পাতার চিঠির একেবারে শেষ অংশে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা সাইফনিং করার

এরপর ৩ পাতায়

গণপিটুনির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড!

সংসদে বিল পেশ শাহের

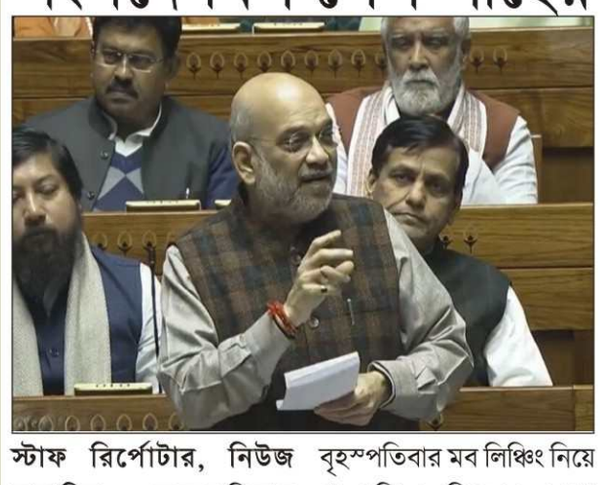

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার কার্যত 'বিরোধীশূন্য' লোকসভায় তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন বিল নিয়ে বক্তব্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে ইংরেজ আমলের পুরনো নিয়ম ধুয়েমুছে সাফ করে মোদী সরকারের নতুন আইন আনার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।তবে এসব বিরোধিতা যে ধোপে টিকবে না, তা কেন্দ্র সরকারের হাবভাবেই পরিষ্কার। সংসদের ভিতর ক্যানেস্টার হামলার পর এখনও অবধি বিরোধী দলগুলির ১৪৩ জন সাংসদ সাসপেন্ড হয়েছেন। প্রায় একচ্ছত্রভাবেই লোকসভার ভিতরে আলোচনা চালাচ্ছেন বিজেপি তথা এনডিএ জোটের এমপিরা। তারমধ্যেই বৃহস্পতিবার মব লিঞ্চিং নিয়ে প্রস্তাবিত বিলের কথা জানালেন অমিত শাহ।

এর পাশাপাশি শাহ বলেন, 'মোদী সরকার যা বলে তা করে দেখায়।' নিজের দাবির স্বপক্ষে তাঁর যুক্তি, 'আমরা বলেছিলাম, আতঙ্কবাদকে বরদাস্ত নয়। ৩৭০ ধারা তুলে ফেলেছি। সংসদে মহিলাদের ৪৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ দিয়েছি। আমরা তিন তালাক নিষিদ্ধ করেছি। আর কেউ দেশের ক্ষতি করতে চাইলে তাকে বরদাস্ত করা হবে না। তাই আগের তুলনায় আইন আরও কঠোর হচ্ছে। 'সেইসঙ্গে জানিয়েছেন যে, প্রস্তাবিত বিল অনুসারে এবার গণপিটুনির জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধানও থাকবে।

কেন্দ্রের মতে, নতুন বিলগুলির

এরপর ৩ পাতায়

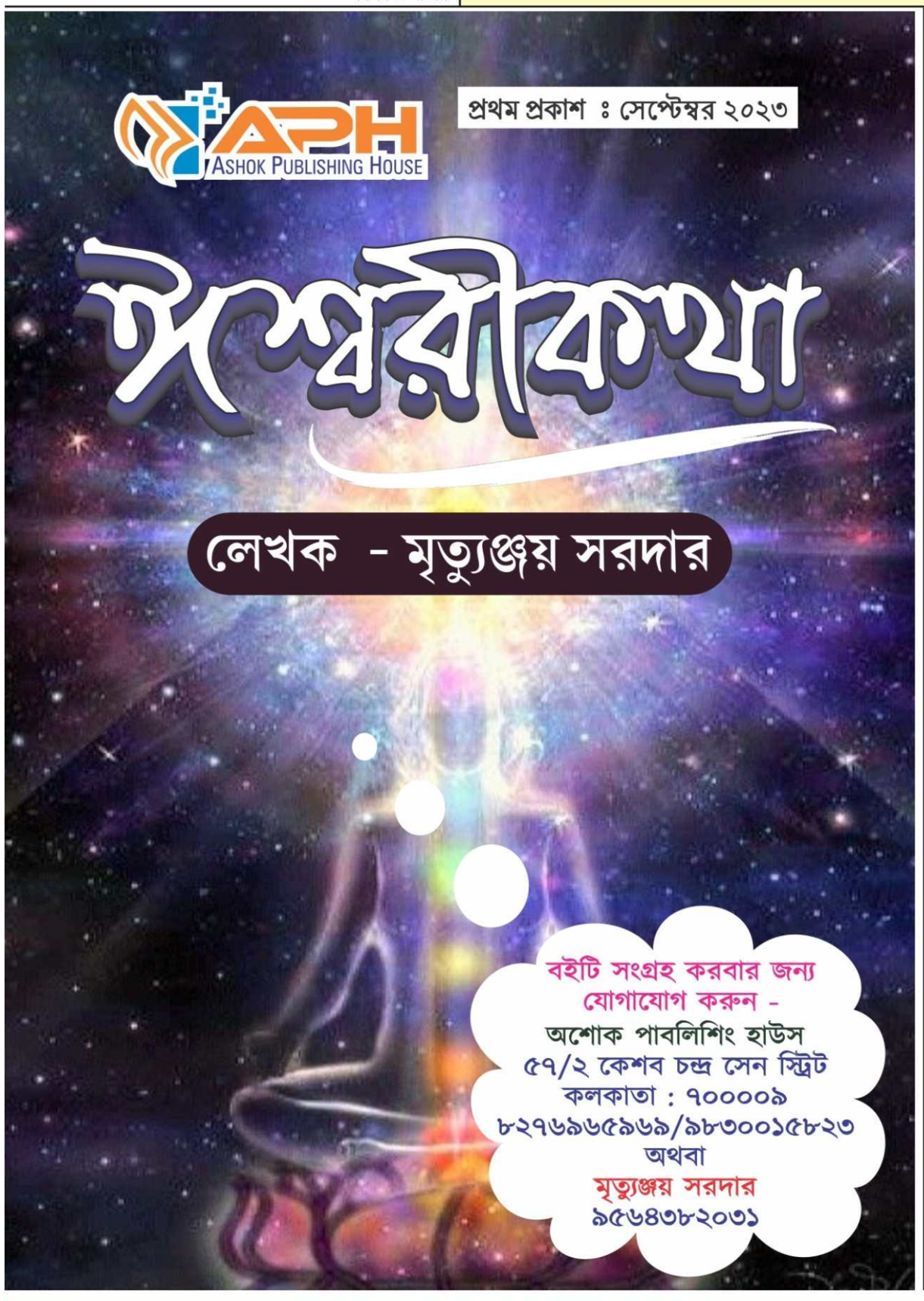

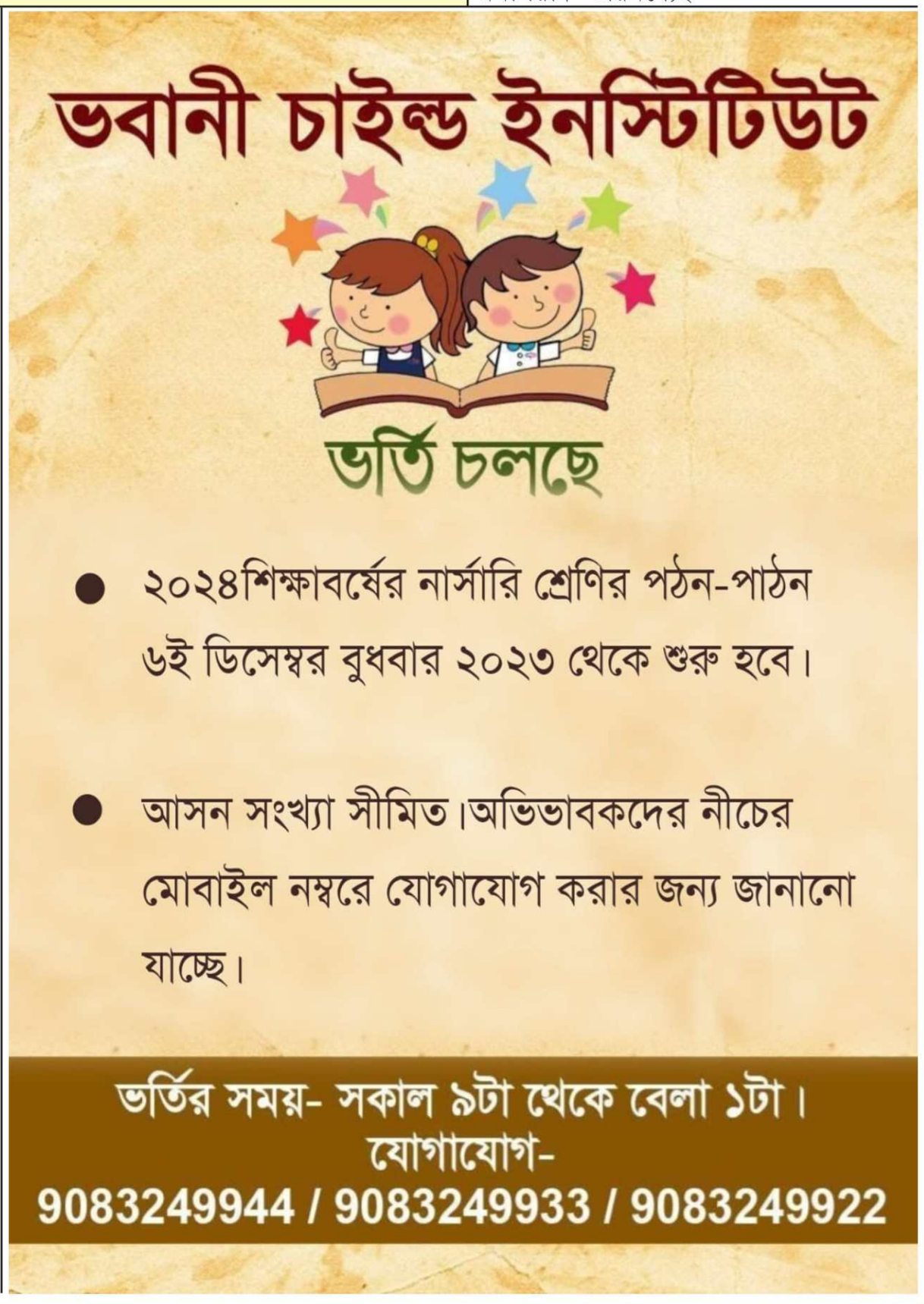

ইন্ডিয়া জোটের প্রভাব বাংলাতেও!

তৃণমূলের হাত ধরবে বামেরা? সেলিম বললেন, প্রশ্নই ওঠে না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আসন বন্টন চূড়ান্ত করার বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বকে স্পষ্ট দাবি জানিয়েছে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অধিকাংশ শরিক দলগুলি। প্রদেশ কংগ্রেস সূত্রের খবর, এরাজ্যের ৬টি আসনে প্রার্থী দিতে চেয়ে হাই কম্যান্ডের কাছে আর্জি জানাবেন তাঁরা। অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রী আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, বিজেপিকে ঠেকাতে দেশের স্বার্থে জোটে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। লোকসভায় এরাজ্যের মাত্র ২টি আসনে কংগ্রেসের দখলে রয়েছে। জোট হলে কংগ্রেসকে তিনটি আসন ছাড়তেও রাজি তিনি। এক্ষেত্রে কংগ্রেস হাই কম্যান্ড তৃণমূল নেত্রীর সিদ্ধান্তে সিলমোহড় দিলে বাংলায় তৃণমূল ও কংগ্রেসের জোট অসম্ভব নয় বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের।তাতপর্যপূর্ণভাবে জোটের ওই বৈঠকের পরই পাঁচ রাজ্যের প্রদেশ সভাপতিকে আগামীকাল বুধবার দিল্লিতে তলব করেছে কংগ্রেস হাই কম্যান্ড।ওই তালিকায় রয়েছেন এরাজ্যের কংগ্রেস নেতারাও। যা থেকে মনে করা হচ্ছে, আসনরফা নিয়ে সমস্যা মিটে গেলে লোকসভায় বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে কংগ্রেস।

সেক্ষেত্রে বামেদের অবস্থান কী হবে? তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা তৈরি হয়েছে। ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে বাংলায় কি তৃণমূলের হাত ধরবে সিপিএম তথা বামেরা? মঙ্গলবার এ ব্যাপারে রাজ্যে দলের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

সেলিম বলেন, 'প্রশ্নই ওঠে না। বিজেপির রাজনীতি ও তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতির মধ্যে কোনও ফারাক নেই। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এরাজ্যে বামেরা কোনও জোটে থাকবে না।'মঙ্গলবার কোচবিহারের সুকান্ত মঞ্চে দলের সভায় এসে এভাবেই ইন্ডিয়া জোট প্রসঙ্গে রাজ্যে দলের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন সেলিম। তিনি বলেন, সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিজেপিকে ঠেকাতে সব দল একত্রিতভাবে জোট গড়েছে। তার সঙ্গে রাজ্যের আঞ্চলিক রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।

তবে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস এরাজ্যেও তৃণমূলের সঙ্গে জোট বাঁধলে সেক্ষেত্রে অতীতের বাম-কংগ্রেস জোট ভেঙে যাবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। কারণ, অতীতে বাম, কংগ্রেস এবং আইএসএফ মিলে একত্রিতভাবে জোট গড়ে বাংলায় লড়েছিল।

সুন্দরবনে শুরু হলো দাবি আদায়ের মেলা!

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী : নিউজ সারাদিন : বুধবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে শুরু হলো সুন্দরবন কৃষ্টি মেলা ও লোকসংস্কৃতি উৎসব। কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির আয়োজিত এই মেলা এবারে ২৭ তম বর্ষে পদার্পন করলো। মেলা চলবে আগামী ২৯ তারিখ পর্যন্ত।এদিন এই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাদু সম্রাট পি.সি সরকার সহ কলকাতা হাই-কোর্টের প্রাক্তন বিচার প্রতি সমবৃদ্ধ চক্রবর্তী, প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য সহ আরো বিশিষ্ট জনেরা।এবছর মেলা প্রাঙ্গনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্টলসহ রাজ্য সরকারের কয়েকটি স্টল থাকছে। এছাড়া নানা শিক্ষামূলক স্টল ও ভিন্ন স্বাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও থাকছে এই মেলায়। আর এবছর এই দাবি আদায়ের মেলার মূল দাবি, ক্যানিং থেকে ঝড়খালি পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের অসম্পূর্ণ কাজ শুরু করা এবং মাত্রা নদীর চরে কেন্দ্রীয় কৃষি বিদ্যালয় গড়ে তোলা ও ক্যানিং মহকুমা আদালত চালু করা। এ বিষয়ে উল্লেখ যে, এই মেলা বরাবরই সুন্দরবনের মানুষের দাবি আদায়ের মঞ্চ হয়ে থেকেছে। যার ফলশ্রুতি হিসাবে সুন্দরবনের বাসন্তীতে গড়ে উঠেছে সুকান্ত কলেজ থেকে শুরু করে বাসন্তী আইটিআই কলেজ। এছাড়াও সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক জুনিয়র হাই স্কুল ও প্রাইমারি স্কুল গড়ে উঠেছে। যেগুলির দাবি এই মেলা থেকেই একদিন উঠেছিল। তেমনি এই মেলা থেকে দাবি উঠেছিল ক্যানিং থেকে ঝড়খালি পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের। যা এখন থমকে আছে নানা ধরনের জটিলতার কারণে। যার কাজ অবিলম্বে শুরু করার পাশাপাশি সুন্দরবনের ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানের

এরপর ৩ পাতায়

পুনাওয়াল্লা হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড

এখন গ্রিহুম হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড

- আগামী তিন বছরে এউএম এবং পিএটি দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে
- ৬ বছরে দেশব্যাপী গ্রাহক বেসে ৭ গুণ বৃদ্ধি নিবন্ধন করেছে
- ঘড়ির এউএম ₹~ ৭,৫০০ কোটি, রেকর্ডিং ~ ২৮% সিএ জিআর ৬ বছরের বেশি

Kolkata, December 2023: নিউজ সারাদিন : কোম্পানির মালিকানার পরিবর্তনের পরে, পুনাওয়াল্লা হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড কে গ্রিহুম হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড ("জিএইচএফএল") হিসেবে পুনরায় ব্র্যান্ড করা হয়েছে । এই বছরের শুরুর দিকে পুনাওয়াল্লা ফিনকর্প লিমিটেড থেকে গ্লোবাল প্রাইভেট ইক্যুইটি ফার্ম টিপিজি কোম্পানিতে ৯৯.০২% ইক্যুইটি শেয়ার অধিগ্রহণ করেছে । নাম পরিবর্তনের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক অনুমোদন পাওয়া গেছে।

জিএইচএফএল গত ছয় বছরে ~২৮%-এর সিএজিআর-এ বৃদ্ধি পেয়ে ব্যবস্থাপনার অধীনে সম্পদ (এউএম) ₹৭,৫০০ কোটিতে পৌঁছানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকও অর্জন করেছে। এর গ্রাহক বেস ৭৫,০০০-এর উপরে বেড়েছে, ১৯৫টি শাখার একটি নেটওয়ার্কের দ্বারা পরিবেশিত হয়েছে যা কৌশলগতভাবে বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে গভীরতর নাগালের জন্য অবস্থান করছে। আনুমানিক ৮৫% ক্লায়েন্ট মহিলা (আবেদনকারী এবং সহ-আবেদনকারী সহ), যা কোম্পানির লিঙ্গ-সমান পদ্ধতির প্রতিফলন করে। কোম্পানির ₹১,৮০০ কোটির বেশি নেট মূল্য এটিকে ব্যবসার সম্ভাবনা বাড়ানো এবং কার্যকরভাবে লিভারেজ পরিচালনা করার সুযোগ দেয়।

রিব্র্যান্ডিং সম্পর্কে বলতে গিয়ে, গ্রীহাম হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মিঃ মনীশ জয়সওয়াল বলেন, "গ্রীহাম, 'গৃহ' (হোম) এবং 'হাম' (একত্রে) এর সংমিশ্রণ এর প্রতীক একটি কোম্পানি হিসাবে আমাদের সারমর্ম কে প্রতিফলিত করে। আমরা আমাদের গ্রাহকদের জন্য "স্বপ্নের বাড়ি"-এর পছন্দের গন্তব্য তৈরি করতে সহযোগিতা ও ঐক্য গড়ে তোলার জন্য নিবেদিত, যাদের মধ্যে অনেকেই দেশের আধা-শহর, উপ-শহর এবং গ্রামীণ এলাকায় স্ব-নির্মিত ব্যক্তি এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা।"

বেশ কিছু কারণ জিএইচএফএল এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন খাতকে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রেখেছে। ভৌত ও ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং মজবুত পেমেন্ট মডিউলগুলির অগ্রগতি দ্বারা ভারতের শেষ-মাইল সংযোগ প্রসারিত হচ্ছে। দেশের জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ দ্রুত কাঠামোগত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পিছনে একটি শক্তিশালী চালিকা শক্তি, বিশেষ করে আধা-শহর, পেরি-শহুরে এবং গ্রামীণ বাজারে।

মিঃ জয়সওয়াল আরো বলেন "আমরা গ্রাহকের অভিজ্ঞতা এবং লিভারেজ স্কেল বাড়ানোর জন্য একটি গভীর ডিজিটাল রূপান্তরমূলক রূপান্তর শুরু করেছি, কারণ ১০ মিলিয়নেরও বেশি ভারতীয় এখনও একটি বাড়ির মালিক নন। ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং মাথাপিছু জিডিপির উন্নতি, প্রতি বর্গফুট প্রতি ব্যক্তি প্রতি আরও জায়গার প্রয়োজন এবং একক পরিবারের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ভাড়া-থেকে-ইএমআই অনুপাতের পরিবর্তনকে চালিত করছে। যার ফলে বাড়ির মালিকানা আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলা, এবং সেইজন্য সাশ্রয়ী মূল্যের চাহিদা বৃদ্ধি করা। আবাসন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। আমরা গত ৬ বছরে চার গুণ বেড়েছি। আমরা গত ৬ বছরে ২৮% সিএজিআর-এ, এউএম বৃদ্ধি রেকর্ড করেছি এবং অর্থনীতিতে হেডওয়াইন্ডের কারণে আমরা আগামী বছরগুলিতে একই রকম বৃদ্ধির গতি আশা করি। আমরা অন্তত এক মিলিয়ন জীবনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করি এবং এখন পর্যন্ত আমরা এই যাত্রার এক তৃতীয়াংশে পৌঁছেছি",।

শ্রী পুনীত ভাটিয়া, টিপিজি ক্যাপিটাল এশিয়ার সহ-ব্যবস্থাপনা অংশীদার বলেন, "আমরা নিশ্চিত যে গ্রুহাম হাউজিং ফাইন্যান্স একটি ব্র্যান্ড নাম হিসাবে স্ব-নির্মিত ব্যক্তিদের গ্রাহক বেসের সাথে অনুরণিত হবে, কোম্পানিতে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং আস্থা বৃদ্ধি করবে । সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের এই অধীনস্থ অংশে প্রবেশ করার জন্য কোম্পানি দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছে, যা সামগ্রিক হাউজিং ফাইন্যান্স শিল্পের তুলনায় অনেক দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আমরা গ্রুহাম হাউজিং ফাইন্যান্সের বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

কপিরাইট লঙ্ঘনের একাধিক মামলায়

দিল্লি হাইকোর্টে তাৎপর্যপূর্ণ জয় হল পিপিএল ইন্ডিয়ার

Kolkata, 20th December 2023: নিউজ সারাদিন : নতুন বছর এবং বড়দিনের আনন্দ উদযাপনের প্রাক্কালে ফোনোগ্রাফিক পারফরম্যান্স লিমিটেড (পিপিএল ইন্ডিয়া) তার ৭০ লাখের বেশি গানেবিস্তৃত ক্যাটালগ রক্ষা করতে তৈরি। দিল্লি হাইকোর্ট (DHC) কপিরাইট লঙ্ঘনের উপর চূড়ান্ত আঘাত হেনেছেন। আদালতের রায়ে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ছাড়া পিপিএলের নিয়ন্ত্রণে থাকা গানগুলো বাজানো নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

৮০ বছরের পুরনো পাবলিক পারফরম্যান্সের স্বত্ব নিয়ে কাজ করা কোম্পানি হিসাবে পিপিএল ইন্ডিয়া ৪০০+ মিউজিক লেবেলের এক সন্তোষজনক সম্ভারের দায়িত্বে আছে। এই লেবেলগুলোর মধ্যে রয়েছে টি-সিরিজ, সারেগামা, সোনি মিউজিক, ইউনিভার্সাল মিউজিক, ওয়ার্নারা মিউজিক, টাইমস মিউজিক, স্পিড রেকর্ডস এবং আরও অনেকে।

মহামান্য দিল্লি হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়গুলো পিপিএল ইন্ডিয়ার শক্তিবৃদ্ধি করল। কারণ এগুলো নির্দিষ্টভাবে One8 Commune (বিরাট কোহলির মালিকানাধীন), টিম হর্টনস, অ্যাপট্রনিক্স, ইউনিকর্ন, গোলা সিজলার, Str8up Hospitality (ডিউটি ফ্রি, স্যাসি অস্কার, টু ইন্ডিয়ান ইত্যাদি ব্র্যান্ড) প্রভৃতি ভারত জোড়া নামকরা কোম্পানির দ্বারা কপিরাইটসম্পন্ন রেকর্ডিংয়ের অনুমোদিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে কথা বলেছে।

অন্যদিকে ডিজে অ্যাসোসিয়েশন চন্ডিগড়ের মত সংস্থাগুলোর উদ্যোগে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারাভিযান সম্পর্কে দিল্লি হাইকোর্ট কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। ওই প্রচারাভিযানগুলো সাধারণ মানুষকে পিপিএলের তত্ত্বাবধানে থাকা সঙ্গীত বাজানোর জন্যে লাইসেন্স নেওয়া থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আদালত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ওই সংস্থাগুলোকে এই কাজে বিরত থাকতে বলেছেন এবং বিস্তৃত সঙ্গীত সম্ভার থেকে আইনসম্মতভাবে ব্যবহারের জন্যে পিপিএলের লাইসেন্স ইস্যু করার অধিকারকে আবার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে পিপিএল ইন্ডিয়া দিল্লি হাইকোর্টের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানায় কপিরাইটধারীদের প্রতি আদালতের অবিচল সমর্থনের জন্যে এবং সঙ্গীত সৃষ্টিকারীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। এই সিদ্ধান্তগুলো বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকারকে সম্মান দেওয়ার গুরুত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে একেকটা মাইলফলক এবং সঙ্গীত শিল্পে এর গুরুত্ব তুলে ধরে।

বাংলার পাওনা আদায়ে মোদির সঙ্গে বৈঠকে মমতা,

সঙ্গী ১১ তৃণমূল সাংসদ

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : বকেয়া থেকে বঞ্চিত বাংলা। সেই হকের পাওনা আনতেই আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকে বসলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, বুধবার দিল্লির নয়া সংসদ ভবনে মোদির সঙ্গে সকাল ১১টায় বৈঠক শুরু। বৈঠকে মমতার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও রয়েছেন আরও ১০ তৃণমূল সাংসদ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজ, গ্রামীণ সড়ক ও স্বাস্থ্য যোজনা-সহ একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে। রাজ্যের সেই পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানাবেন তিনি। বাংলার হকের পাওনা নিয়ে কথা বলতেই প্রধানমন্ত্রীর সময় চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মতোই আজকের সাক্ষাত।দীর্ঘ ১৬ মাস পর বৈঠকে মুখোমুখি মোদি-মমতা। তিনদিনের দিল্লি সফরে গতকালই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । যেখানে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম প্রস্তাব করেন তিনি। যে প্রস্তাব সমর্থনও করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেই বৈঠকের পরের দিনই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

এর আগে একাধিকবার কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লিতে ধরনা দেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলের সাংসদ, মন্ত্রী ও বিধায়করাও। এদিনের বৈঠকে মমতার সঙ্গী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ওব্রায়েন, কাকলি ঘোষদস্তিদার, শতাব্দী রায়, প্রকাশ বরাইক, প্রতিমা মণ্ডল, সাজদা আহমেদ, নাদিমুল হক।

সিরাজগঞ্জ শহীদ মিনার শহীদদের প্রতি

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস ২০২৩ পালিত

মাহমুদুল আলম চৌধুরী, জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ : নিউজ সারাদিন : (১৬ ডিসেম্বর শনিবার) প্রথম প্রহরে সিরাজগঞ্জ জেলা যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে।

বিজয় দিবসের প্রথম প্রহরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এসবি ফজলুল হক রোড সংলগ্ন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শহীদদের প্রতি(সাবেক সংসদ সদস্য রমনা মাহমুদ শ্রদ্ধা জ্ঞাপণ পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যে দিয়ে বিজয় দিবসের সকল কার্যক্রম শেষে সকলের প্রতি বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য রুমানা মামুদ।

১-ম পাতার পর

গণপিটুনির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড! সংসদে বিল পেশ শাহের

লক্ষ্য হল 'শাস্তির' পরিবর্তে 'ন্যায়বিচার'-এর উপর বেশি জোর দিয়ে দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন করা। একইসঙ্গে নয়া বিলে নারী, শিশু সহ সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের সুরক্ষা আরও সুনিশ্চিত করা হয়েছে বলেও দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। যদিও কেন্দ্রের এই নতুন 'ন্যায় সংহিতা বিল' নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা।

১-ম পাতার পর

১০০০ কোটি নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ! মমতার বিরুদ্ধে মোদিকে ৬ পাতার চিঠি শুভেন্দুর

অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সেই কারণে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ করার বিষয়েও প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে বাংলাকে বরাদ্দ করা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ১০০০ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সাইফনিং করার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে ঠিক যেদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করে রাজ্যের বকেয়া ও বিভিন্ন দাবি জানাবেন তার ঠিক আগেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর লেখা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

১-ম পাতার পর

গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে নেই প্রধানমন্ত্রী! এবার কী করবে বিজেপি? খোলসা করলেন শুভেন্দুরা

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বললেন, "এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে হিন্দুদের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। অনুষ্ঠান সফল হবেই।' 'এরপরই মঙ্গলবার রাতেই তড়িঘড়ি বিজেপির সল্টলেক কার্যালয়ে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসে রাজ্য বিজেপি। যে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সহ রাজ্য বিজেপির একাধিক নেতৃত্ব। সঙ্গে ছিলেন গীতাপাঠ অনুষ্ঠানের আয়োজক ও সাধু সন্তরাও। বৈঠক শেষে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "এটা সাধু সন্ত সমাজের অনুষ্ঠান। আমরা যেহেতু রাষ্ট্রবাদী ও সনাতনী সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করি তাই আমরা পরিবারের সদস্য হিসেবে অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করব। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব। কিন্তু আপনারা কেউ আমাদের মূল মঞ্চে দেখতে পাবেন না।"শুভেন্দু এ-ও বলেন, "আমরা সেই অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করব এবং মঞ্চে নয়, মঞ্চের নীচে বসে গীতা পাঠে অংশ নেব।" শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, "আদি গুরু শঙ্করাচার্য থেকে বিভিন্ন মঠ মিশন ও বিভিন্ন প্রান্তের প্রথম সারির আশ্রম থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার সন্ন্যাসী গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।"

উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে ১৯ হাজার ১৫০ কোটি টাকারও বেশি

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী

(শেষ পর্ব)

অন্যতম লক্ষ্য। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, "এগুলি হ'ল আমার জন্য ৪টি জাত এবং এর উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে উন্নত করা আমার লক্ষ্য"। প্রধানমন্ত্রী কৃষক উন্নয়নে সরকার যে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, সেকথা উল্লেখ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি যোজনার আওতায় কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩০ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড এর সুবিধার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। জৈব চাষ ও প্রাকৃতিক কৃষি এবং কৃষি কাজে ড্রোনের ব্যবহারের উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি নমো ড্রোন দিদি কর্মসূচিতেও অংশ নেন। এখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের ড্রোন চালানো সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আধুনিক বনস ডেয়ারী প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বনস ডেয়ারী ৫০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করেছে। এই ডেয়ারীটি কৃষকদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। লক্ষ্ণৌ ও কানপুরে ইতিমধ্যেই এই ডেয়ারীর কারখানা কাজ শুরু করেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। উত্তর প্রদেশের ৪ হাজারেরও বেশি গ্রামের কৃষকদের এই বনস ডেয়ারী এবছর ১ হাজার কোটি টাকারও বেশি দিয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। ডিভিডেন্ট বা লভ্যাংশ হিসেবে বনস ডেয়ারি উত্তর প্রদেশ ডেয়ারী কৃষকদের অ্যাকাউন্টে আজ এই অনুষ্ঠানে ১০০ কোটি টাকারও বেশি জমা করেছে।

পরিশেষে, প্রধানমন্ত্রী বারাণসীর উন্নয়ন যাত্রা সমগ্র অঞ্চলকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে নিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, দশকের পর দশক ধরে পূর্বাঞ্চল অবহেলিত থাকলেও মহাদেবের আশীর্বাদে মোদী এখন এর পরিষেবায় নিযুক্ত হয়েছেন। আগামী কয়েক মাস পরেই সাধারণ নির্বাচনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর ভারতকে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলে শ্রী মোদী নিশ্চয়তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমি যখন দেশকে আজ এই গ্যারান্টি দিচ্ছি, তখন তার পেছনে রয়েছেন আপনারা। আমার কাশীর পরিবারের সদস্যরা, আপনারা সর্বদাই আমার সঙ্গে রয়েছেন এবং আমার প্রতিশ্রুতি পূরণে সাহায্য করেছেন"। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ, উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য এবং উত্তর প্রদেশ সরকারের অন্য মন্ত্রীরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রেক্ষাপট: প্রধানমন্ত্রী বিগত ৯ বছরে বারাণসীর চালচ্চিত্র বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিয়েছেন। এখানকার জনগণের জীবনযাত্রা সরলীকরণে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। এই লক্ষ্য পূরণে প্রধানমন্ত্রী ১৯ হাজার ১৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী ফ্রেট করিডর প্রকল্প, রেল প্রকল্প এবং পর্যটনের সুবিধার জন্য বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। ২০টি সড়ক সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। পণ্ডিত দীনদয়াল হাসপাতালে নির্মিত হচ্ছে আধুনিক আবাসিক ভবন। কাইথি গ্রামে সঙ্গমঘাট সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। ৩৭০ কোটি টাকারও ব্যয়ে গ্রিন ফিল্ড শিবপুর - ফুলওয়াড়িয়া-লহরতারা সড়ক তৈরি করা হচ্ছে। পুলিশ কর্মীদের সুবিধার জন্য তৈরি হচ্ছে বহুস্তরীয় ৩৫০ শয্যাবিশিষ্ট ২টি ব্যারাক ভবন। পর্যটকদের জন্য একটি ওয়েবসাইট ও সমন্বিত পর্যটক পাস ব্যবস্থাপনা চালু করা হচ্ছে। এই পাসটি পর্যটকদের শ্রীকাশী বিশ্বনাথ ধাম, গঙ্গা ক্রুজ ও সারনাথের আলো ও ধ্বনির অনুষ্ঠান দেখার টিকিট দেবে। ওয়েবসাইট থেকে পর্যটকরা পাবেন কাশী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য। প্রধানমন্ত্রী চিত্রকূট জেলায় ৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে ৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌর পার্কেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১ হাজার ৫০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে মির্জাপুরে নতুন পেট্রোলিয়াম তেল টার্মিনাল তৈরি করা হবে। জল জীবন মিশনের আওতায় ২৮০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে প্রধানমন্ত্রী ৬৯টি গ্রামীণ পানীয় জল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। গঙ্গাঘাটের সংস্কার এবং বিএইচইউ ট্রমা সেন্টারে ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটও গড়ে তোলা হবে।

'অপমানিত' ধনখড়কে ফোন মোদীর,

উপরাষ্ট্রপতির সমর্থনে সংসদে দাঁড়াবেন এনডিএ সাংসদরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়কে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুকরণ করা নিয়ে বিরোধের মধ্যেই, বিজেপি এবং এর সহযোগীদের রাজ্যসভার সাংসদরা উপ রাষ্ট্রপতির প্রতি সমর্থন দেখানোর জন্য একটি অনন্য প্রতিবাদ করবেন। জানা গিয়েছে ১০৯ জন এনডিএ সদস্যরা এক ঘন্টার জন্য হাউসে দাঁড়িয়ে থাকবেন। সাংসদদের বরখাস্ত হওয়ার ঘটনায় ব্যাকফুটে থাকা বিজেপি এই ভিডিয়ো ব্যবহার পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং পীযূষ গোয়েল এবং পার্টির অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেল কল্যাণ ব্যানার্জির কাজকে 'অপমানজনক কাজ' বলে অভিহিত করেছেন। ধনখড় অর্থাত ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে তাদের সমর্থন জানাতে এই কাজ করা হবে।

তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসদ চত্বরে উপ-রাষ্ট্রপতিকে নকল করার একটি ভিডিয়ো রাজনৈতিক ঝড় তুলেছে। গত সপ্তাহে সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্যের দাবিতে বরখাস্ত হওয়া ১৪১ বিরোধী সাংসদের মধ্যে ব্যানার্জি রয়েছেন। গতকাল, নতুন সংসদ ভবনের মকর দ্বারের কাছে বিক্ষোভ করার সময়, শ্রীরামপুরের সাংসদ উপ-রাষ্ট্রপতিকে নকল করতে শুরু করেন। ব্যানার্জি উপ রাষ্ট্রপতির অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করায় অন্যান্য সাংসদদের হাসতে দেখা গিয়েছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে এর ভিডিয়ো করতে দেখা গিয়েছে। এরপরেই, ধনখড় রাজ্যসভায় বলেছিলেন যে তিনি ভিডিয়োটি দেখেছেন এবং 'গভীরভাবে বেদনার্ত' হয়েছেন। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরমকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'আপনার দলের একজন সিনিয়র নেতা, একজন সাংসদ যখন আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে, ব্যক্তিগত আক্রমণ করে এমন একটি অভিনয়ের ভিডিয়ো করছেন তখন আমি কী অনুভব করেছি তা কল্পনা করুন'।

তিনি বলেন, 'এটি কেবল একজন কৃষক বা একটি সম্প্রদায়ের অপমান নয়, এটি রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের পদের অসম্মান। এবং তাও এমন একটি দলের দ্বারা যারা এত দিন দেশ শাসন করেছে'।

কংগ্রেসের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে ভিডিয়োটি পোস্ট করেছিল, কিন্তু পরে তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, 'এটি লজ্জাজনক। আপনি আমার কৃষক ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আমাকে অপমান করার জন্য, জাট হিসাবে আমাকে অপমান করতে, আমার পদকে অপমান করার জন্য একটি অফিসিয়াল হ্যান্ডেল ব্যবহার করেছিলেন। এটি খুবই গুরুতর'।

২ পাতার পর

সুন্দরবনে শুরু হলো দাবি আদায়ের মেলা!

ব্যবস্থা করতে মাতলা নদীর চড়ে কেন্দ্রীয় কৃষি বিদ্যালয় তৈরির দাবিও উঠে আসছে এই মেলার মঞ্চ থেকে। এছাড়া ক্যানিং মহকুমায় কোন ফৌজদারী আদালত না থাকার কারণে এলাকার মানুষের আইনি সমস্যা সমাধানের জন্য আলিপুরে ছুড়তে হয়। তাই এবারে ক্যানিং মহকুমায় আদালত তৈরীর দাবি ও জোরালো ভাবে উঠে আসছে। এদিন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সমবৃদ্ধ চক্রবর্তী মেলার উদ্বোধন করেন। আর এই মেলার প্রধান উদ্যোক্তা তথা মেলা কমিটির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সমাজকর্মী লোকমান মোল্লা বলেন, " সুন্দরবনবাসী সব সময় অবহেলিত,বঞ্চিত এবং সুন্দরবন কৃষি প্রধান এলাকা হওয়ার ফলে এখানে কর্মসংস্থানেরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই যেমন কলকাতায় কর্মসংস্থানের জন্য যাতায়াতের জন্য সুন্দরবনে রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ অবিলম্বে শুরু করা দরকার এবং সেই সঙ্গে সুন্দরবনে কৃষি বিদ্যালয় ও গড়ে তোলা দরকার। তাই আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে সুন্দরবনবাসীকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে সরকারের উন্নয়নের জোয়ারে সুন্দরবনবাসীদের কেও সামিল করার জন্য । আর আগামী দিনে সুন্দর বনবাসীদের উক্ত দাবি গুলি পূরণ না হলে এই সুন্দরবন কৃষ্টি মেলার মঞ্চ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। যেমন, রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ অবিলম্বে শুরু না হলে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে সরকারের বিরুদ্ধে জনস্বার্থে মামলা করার হুঁশিয়ারিও দেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩৪৫ সংখ্যা ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ০৪ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

যাত্রীসাথী অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, ভাড়া বেঁধে দিল রাজ্য

কলকাতার মধ্যেই ৫-৭ কিমি এলাকার মধ্যে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যেতে ১০০০ টাকার নীচে কোনও চালক রাজি হন না। জেলায় গেলে বা জেলা থেকে শহরে আসার ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। যে যাঁর ইচ্ছে মতো ভাড়া নেন। ভুক্তভোগীরা বলেন, মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে গলা কাটেন অ্যাম্বুলেন্স চালকেরা।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রীসাথী অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার ভাড়া স্থির হয়েছে, প্রতি ১০ কিমি যেতে প্রাইভেট নন এসি অ্যাম্বুলেন্স অক্সিজেন সহ নিতে পারবে সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা। এসি হলে ১২০০ টাকা। ১০ কিমির পর প্রতি কিমিতে ভাড়া পড়বে অতিরিক্ত ২০ টাকা করে। অফাধহপবফ খরভব ঝঁঢ়ঢ়ড়ৎঃ বা অখঝ কিংবা কার্ডিয়াক অ্যাম্বুলেন্সের ক্ষেত্রে ১০ কিমি যাওয়ার সর্বোচ্চ ভাড়া হল, ৩৫০০ টাকা। এ ক্ষেত্রে তারপর থেকে কিমি পিছু ভাড়া হবে সর্বোচ্চ ৬৫ টাকা। এসি হোক বা নন এসি, অ্যাম্বুলেন্স যেখানেই যাবে, একই ভাড়া ধার্য হবে। কলকাতার বাইরে গেলে বেশি চার্জ নেওয়ার যে রেওয়াজ তা চলতে দেওয়া হবে না। সঙ্গে এটাও জানা গিয়েছে, খুব শীঘ্রই যাত্রীসাথী অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু হতে চলেছে। মূলত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রোগীদের কম খরচে পরিষেবা দেওয়ার জন্যই এই পরিষেবা চালু করতে চাইছেন। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, প্রস্তাবিত ভাড়া নিয়ে আপত্তি নেই বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স মালিকদের।

রোগীর বাড়ির লোকজন এমন অভিযোগ রোজই করে থাকে। বেলাগাম হয়ে ওঠা প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্সগুলির জন্য রোগীর মৃত্যুও ঘটে বলে অভিযোগ ওঠে। এই পরিস্থিতি পাল্টাতে রাজ্যের ক্ষমতাসীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার স্থির করেছে, অ্যাম্বুলেন্সের রেট বেঁধে দেওয়া হবে। এবার সেই পথেই যৌথভাবে হাঁটা শুরু করল রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবহণ দফতর। রাজ্যে এই প্রথমবার যাত্রীসাথী অ্যাপের মাধ্যমে চালু হতে চলেছে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা । এ ক্ষেত্রে ভাড়া কত রাখা হবে তা ঠিক করে দিতে চলেছে রাজ্য সরকার।

নবান্নে প্রায় 'গেরিলা হানা' শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নবান্নে প্রায় 'গেরিলা হানা' দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাতের কারণে ব্যস্ত ছিলেন তখনই নবান্নে গিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা। বুধবার তিনি কোথায় কখন কী করবেন, তা বিধানসভা থেকে রওনা হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জানতে দেননি কোনও সতীর্থকে।পরে বিধানসভায় ফিরে এসে শঙ্কর-বিশাল-চন্দনাকে নবান্ন অভিযানে নিয়ে যাওয়ার কারণও সতীর্থদের কাছে ব্যাখ্যা করেন শুভেন্দু। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের কাছেও বিরোধী দলনেতার এমন আচমকা কর্মসূচির আগাম কোনও খবর ছিল না বলেই জানা গিয়েছে। তবে এমন অতর্কিত হানা দিয়ে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ দফতরে হানা দিতে পেরে যে তিনি তৃপ্ত, তা ঘনিষ্ঠমহলে জানিয়েছেন রাজ্য বিজেপির 'জঙ্গি' মুখ।এমনই নাটকীয় কায়দায় নিজের 'নবান্ন অভিযান'-এর ছক সাজিয়েছিলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক।মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি সফরে যাওয়ার কথা ঘোষণা করার পরেই বিরোধী দলনেতা জানিয়েছিলেন, বিজেপি পরিষদীয় দলও নবান্নে গিয়ে রাজ্য সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দেবে। কিন্তু সেই ঘোষণার পর থেকে কিন্তু এ বিষয়ে আর কোনও উচ্চবাচ্য করেননি তিনি। শুধুমাত্র যে স্মারকলিপি নবান্নে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর কাছে দেওয়া হবে, তা তারিখহীন ভাবে তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। দিন কয়েক আগে সেই চিঠি তৈরি হয়ে যায় বিরোধী দলনেতা বিধানসভার দফতরে। বুধবার সকাল সকাল বিধানসভায় বেশ কয়েকজন বিজেপি বিধায়ককে হাজির হতেও সোমবারই নির্দেশ দিয়েছিলেন শুভেন্দু। সেই মতো একে একে কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওঁরাও, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিমের বিধায়ক পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়, রানাঘাট উত্তর-পূর্বের বিধায়ক বিধায়ক অসীম বিশ্বাস, কুলটির বিধায়ক অজয় পোদ্দাররা হাজির হন বিধানসভায়। কী কারণে তাঁদের ডাকা হয়েছে, তা নিয়ে তখনও ঘুণাক্ষরে টের পাননি গেরুয়া শিবিরের বিধায়কেরা।একটু পরে আসেন বিরোধী দলনেতা। এসেই নির্দেশ দেন নবান্নে মুখ্যসচিবের দফতরে ফোন করে জানানো হোক বিরোধী দলনেতা দেখা করতে চান। সঙ্গে সঙ্গেই যোগাযোগ করা হয় নবান্নে। বিরোধী দলনেতার অফিস সূত্রে খবর, মুখ্যসচিবের দফতরের এক আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানানো হয়, মুখ্যসচিবের সঙ্গে দেখা করতে চান বিরোধী দলনেতা। মুখ্যসচিবকে তা জানানো হোক। মুখ্যসচিবের দফতর থেকে জানানো হয়, ৫ মিনিটের মধ্যে জবাব দেওয়া হবে। প্রায় মিনিট ২০ অপেক্ষার পর নবান্ন থেকে কোনও জবাব না পেয়ে আবার মুখ্যসচিবের দফতরে যোগাযোগ শুরু করে বিরোধী দলনেতার দফতর। তবে সদুত্তর না পেয়ে মুখ্যসচিবের দফতরকে জানিয়ে দেওয়া হয় শুভেন্দু যাচ্ছেন। মুখ্যসচিবের দফতরে আর না ফোন করার নির্দেশ দেন বিরোধী দলনেতা। তারপর শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা ও শালতোড়ার বিধায়ক চন্দনা বাউড়িকে তাঁর সঙ্গে নবান্নের যাওয়ার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিতে বলেন নন্দীগ্রাম বিধায়ক। অন্য বিধায়করাও বিরোধী দলনেতার কাছে নবান্নে অভিযানে সঙ্গী হওয়ার আবেদন জানান। কিন্তু শুভেন্দু জানিয়ে দেন, যে হেতু নবান্নের সামনে সবসময় ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে, তাই চারজনের বেশি বিধায়কের যাওয়া সম্ভব নয়। তবে উপস্থিত বিধায়কদের বিধানসভায় থাকার নির্দেশ দিয়েই বাকি তিন বিধায়ককে নিয়ে নবান্নের পথে রওনা হন বিরোধী দলনেতা।তাঁকে নবান্নের সামনে দেখেই ততপরতা বাড়ে পুলিশ প্রশাসনে। ভিআইপি গেট দিয়ে ঢুকেই তিনি সতীর্থ বিধায়কদের নিয়ে সরাসরি নবান্নে প্রবেশ করে যান। পুলিশ প্রশাসন কিছু বোঝার আগেই বিরোধী দলনেতা পৌঁছে যান মুখ্যসচিবের দফতরে। সেখানে যাওয়ার খবর জানানো হয়, মুখ্যসচিবকে। বিরোধী দলনেতা ও তাঁর সঙ্গী বিধায়কদের বসানো হয় অতিথিদের বসার ঘরে। পরে তাঁদের ডেকে কথা বলেন মুখ্যসচিব। কার্যত 'গেরিলা হানা' দিয়ে নবান্ন অভিযান সম্পন্ন করেন তিনি। কারণ এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী স্পেন সফরে থাকাকালীনও মুখ্যসচিবের সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। কিন্তু সেবার তাঁকে সময় দেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ করেছিলেন তিনি। তাই এ বার আগের থেকে অনেক বেশি সাবধানী ছিলেন শুভেন্দু। নিজের এ হেন 'গেরিলা' কর্মসূচির খবর কাকপক্ষীকেও টের পেতে দেননি নন্দীগ্রাম বিধায়ক।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পূজার পরে দোয়াত-কলম পুস্তক ও বাদ্যযন্ত্রের পূজারও প্রচলন আছে। এ দিনেই অনেকের হাতেখড়ি দেওয়া হয়। পূজা শেষে অঞ্জলি দেওয়াটা খুব জনপ্রিয়। আর যেহেতু সরস্বতী বিদ্যার দেবী তাই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এ উৎসব অনেক বড় করে পালিত হয়। আর সেখানে দল বেঁধে অঞ্জলি দেয় শিক্ষার্থীরা। মানুষের ভেতরের পশুকে নিবৃত্ত করে জ্ঞান দান করেন বিদ্যার দেবী সরস্বতী। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

মায়াপুরের দিকে যেতে মাঝ ভাগীরথীতে তিনি দিব্যজ্ঞানে দেখতে পান, চৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভু রথে করে ওপর থেকে নেমে আসছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আর এগোতে চাননি; ঘাটে নৌকা ভেড়াতে বলেন। কথামৃতে শুধু এই টুকুই উল্লেখ আছে। তাহলে কি চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বাবিকে ভাগীরথীতে হারিয়ে গিয়েছে ? তবে বেশিরভাগ গ্রন্থতেই নবদ্বীপের কথাই উল্লেখ আছে। নবদ্বীপে প্রাচীন মায়াপুর মহাপ্রভুর জন্মস্থান যা বর্তমানে নদীগর্ভে চলে গেছে।নিম গাছের নীচে জন্মেছিলেন বলে তাঁর মা তাঁকে আদর করে 'নিমাই' বলে ডাকতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাদা বিশ্বরূপ মিশ্র সন্ন্যাস নিয়ে বাড়ি ত্যাগ করেছিলেন। এসব আজকের দিনের ইতিহাস ।আর এই ইতিহাসের পিছনে অলৌকিক ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। চৈতন্য মহাপ্রভু ফেনী বিভিন্ন বিতর্কে বিতর্কিত রয়েছে যা লিখলে এই লেখাটি সম্পূর্ন করা এই মুহূর্তে সম্ভব হবে না ।তবে আমি ফিরে যাব মহাপ্রভুর জন্মস্থান কোথায়? সেই বিষয়েই আজ আমাদের আলোচনা...১৭৬২ খ্রিঃ ২রা এপ্রিল প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে নবদ্বীপ নগরী ধ্বংস হয়ে যায়. এর ফলে মহানগরের মানচিত্রে অনেক পরিবর্তন আসে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে প্লাবন হত। ১৮৬৯খ্রিঃ পৌরসভা স্থাপিত হওয়ার পর ভূকৈলাশের রানী তারা সুন্দরী দেবীর অর্থানুকূল্যে গাবতলার কাছে এই কারণে কয়েকটি বাঁধও নির্মিত হয় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে...।শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আমলে গঙ্গা যে পথে প্রবাহিত ছিল পরবর্তীকালে নদীপথের পরিবর্তন ঘটেশ্রী চৈতন্যদেবের জন্মস্থানে দেওয়ান গঙ্গা- গোবিন্দ সিংহের প্রাচীন পাথরের মন্দিরটি গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে যায়। তাই ঐতিহাসিকদের মতে,শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপের যেই স্থানে জন্মেছিলেন, সেই স্থানটি এখন গঙ্গা-বক্ষে মিলিয়ে গেছে। এদিকে নিমাই বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবনের ইতিহাস কথিত যা আছে সেটি আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।নিমাইয়ের প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয় গঙ্গাদাস পন্ডিতের পাঠশালায়। পাঠশালায় পড়ার সাথে সাথে বাবার কাছে বাড়িতে সংস্কৃত চর্চা করতেন নিমাই । সংস্কৃতে জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ছোট বয়স থেকেই তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ, ব্যাকরণ শাস্ত্র, সংস্কৃত শ্লোক, পুঁথি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। হরিনাম কীর্তন ও বৈষ্ণব ধর্মেও তাঁর ছোট থেকেই আলাদা উৎসাহ বা টান ছিল। নবদ্বীপে আয়োজিত এক সংস্কৃত তর্কযুদ্ধে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশবকাশ্মীরকে তিনি তর্কে পরাজিত করলে তাঁর নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কুড়ি বছর বয়সে নিমাই নবদ্বীপের বাড়িতে ,টোল স্থাপন করে সংস্কৃত ও ব্যাকরণের অধ্যাপনা শুরু করেন।এক ছেলে আগেই সংসার ত্যাগী হয়েছে। শচীদেবী তাই চাইতেন তাঁর আদরের 'নিমাই' সংসারি হোক।নবদ্বীপের বাসিন্দা দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সাথে নিমাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই নিমাই তাঁর পৈত্রিক ভিটে শ্রীহট্টে যান। এদিকে এর মাঝেই সাপের কামড়ে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু হয়। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর শচীদেবী নিমাইয়ের দ্বিতীয়বার বিবাহ দেন বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে। প্রথম স্ত্রীর পিন্ডদান করার জন্যে গয়ায় গিয়ে সেখানে নিমাইয়ের সাথে তাঁর মন্ত্র গুরু স্বামী ঈশ্বরপুরীর দেখা হয় এবং শ্রীচৈতন্য তাঁর কাছে গোপালরাজ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হন। গুরুমন্ত্র লাভের পর নিমাইয়ের মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। টোলের অধ্যাপনা ছেড়ে নিমাই কৃষ্ণনাম ভজন শুরু করেন ও তাঁর মধ্যে কৃষ্ণভাবের এক আবেশ প্রকাশিত হয়। মাত্র ২৪ বছর বয়সে সংসার জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর কাছে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস নেওয়ার পর নিমাই নাম পরিবর্তিত হয়ে ওনার নাম হয় শ্রীচৈতন্য। খোল-করতাল সহকারে শ্রীচৈতন্য তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করতেন। এইভাবে শ্রীচৈতন্য নদীয়ার বৈষ্ণব সমাজের এক দক্ষ নেতায় পরিণত হন। নবদ্বীপের অনেক মুসলমান শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে তাঁর প্রধান সেনাপতিরা ছিলেন নিত্যানন্দ, অদ্বিত, গদাধর, শ্রীনিবাস, হরিদাস প্রমুখরা। এঁদের মধ্যে অদ্বিত ও নিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্যের দুই অঙ্গ বলে মনে করা হয়। এঁদের দুইজনকে আলাদা আলাদা জায়গায় প্রচারের কাজে নিযুক্ত করে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন, প্রয়াগ, কাশী নানা তীর্থস্থানে কৃষ্ণপ্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন। অন্যদিকে শ্রীচৈতন্য গবেষকদের মতে শ্রীচৈতন্য জীবনের শেষ আঠারো বছর, আবার কারো মতে চব্বিশ বছর উড়িষ্যার পুরীধামে অতিবাহিত করেন। উড়িষ্যার সূর্যবংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্র; নিমাইকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে মনে করতেন। জীবনের শেষ বছরগুলিতে তিনি কৃষ্ণভক্তিভাবে উদাস ও ভাবসমাধিস্থ থাকতেন। কারোর মতে কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত হয়ে তিনি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অন্তরেই বিলীন হয়ে যান। আবার কারোর মতে শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে গোপীদের সাথে লীলাসাধন করছে এই দৃশ্য কল্পনা করে শ্রীচৈতন্য সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে কৃষ্ণপ্রেমে বিলীন হয়ে যান। তবে নবদ্বীপ ধামই যে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান এ প্রসঙ্গে শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মভূমি নবদ্বীপ ধাম এসে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সভাপতি স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ বলেন শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান এপার অর্থাৎ বর্তমান নবদ্বীপ ধাম, ওপার নিয়ে বিতর্ক করার কোন সরবত্তা নেই। শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মস্থান যে এই নবদ্বীপ ধাম তা পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই নবদ্বীপ ধাম এসে আত্ম উপলব্ধি করে গেছেন। তাঁর এই আত্ম উপলব্ধি কখনোই মিথ্যা হতে পারে না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদ ভক্তিরত্নাকরের সূত্র অবলম্বনে সিমলিয়ার দক্ষিণে একটি স্থান মায়াপুর নামে চিহ্নিত করেন, তখন এই স্থানটিকে মিঞাপুর নামে একটি মুসলমান পল্লীর অবস্থান ছিল। পন্ডিতের মতে, মায়াপুর নামটি এসেছে মিঞাপুর থেকে, কেউ কেউ এই মায়াপুরকেই আবার চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলে দাবি করেছেন। তাঁদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা রেখেই জানাই যে, সতর্কতার সঙ্গে চৈতন্য জীবনী গ্রন্থগুলি পাঠ করলেই জানা যায়, কাজি দলনের দিন চৈতন্যদেব নিজ গৃহ হতে গঙ্গা তীর বরাবর কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর গঙ্গাতীর ত্যাগ করে গঙ্গানগর গ্রামের উপর দিয়ে সিমলিয়া গিয়ে ছিলেন। কাজী দমনের পর দক্ষিণে অবস্থিত শূদ্র- পল্লী ভ্রমন করে তিনি সাদী গাছা-পার ডাঙ্গা হয়ে নগরে ফিরেছিলেন। এদিকে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত রেভিনিউ সার্ভের মানচিত্রে গঙ্গানগরের অবস্থান চিহ্নিত আছে। আসলে চৈতন্য

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

আনুশকার নতুন ছবি নিয়ে গুঞ্জন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অনুশকা শর্মা নাকি দ্বিতীয় বার মা হতে চলেছেন। গত কয়েক মাসে বহু বার উঠেছে এসন গুঞ্জন। এই কয়েক মাসে নতুন কোনও কাজে সইও করেননি অনুশকা। স্বামী বিরাট কোহলির সঙ্গে বিভিন্ন ম্যাচে দেখা গিয়েছে তাকে। আলোকচিত্রীদের থেকেও আড়ালে থাকার চেষ্টা করছেন তিনি। আদৌ তিনি অন্তঃসত্ত্বা কিনা তা নিয়ে নানা জনের মনে নানা প্রশ্ন। সম্প্রতি অনুশকা নতুন ছবি দেখে সেই কৌতূহল আরও অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। অনেক দিন পরে বিমানবন্দরের বাইরে দেখা গেল নায়িকাকে। পরনে সাদা প্যান্ট সেই সঙ্গে মানানসই কালো রঙের জ্যাকেট।

দ্বিতীয় বার মা হওয়ার গুঞ্জন ছড়াতেই বেশির ভাগ সময়ই গাঢ় রং কিংবা কালো রঙের জামাকাপড় পরছেন তিনি। এ ছাড়াও বার বার নিজের পেট আড়াল করারও চেষ্টা করেছেন তিনি। এ বারও অনেকটা তেমনই দেখা গেল। কালো জ্যাকেট দিয়ে বার বার কী আড়াল করার চেষ্টা করছিলেন নায়িকা? সবার মনেই একই প্রশ্ন। আলোকচিত্রীদের জন্য কয়েক সেকেন্ডর জন্যও দাঁড়াননি তিনি। ফলে আরও বেশি করে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। নভেম্বরের প্রথম দিকে বিরাটের সঙ্গে যখন দেখা গিয়েছিল তাকে।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে একটি ম্যাটারনিটি ক্লিনিকের বাইরে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল অনুশকাকে। যদিও অনুশকার অনুরোধে তার কোনও ছবি প্রকাশ করা হয়নি।

যুক্তরাজ্যের সাপ্তাহিক 'ইস্টার্ন আই'র তালিকা
সেরা ৫০ এশিয়ান তারকার শীর্ষে শাহরুখ, আছেন আলিয়া-প্রিয়াঙ্কা

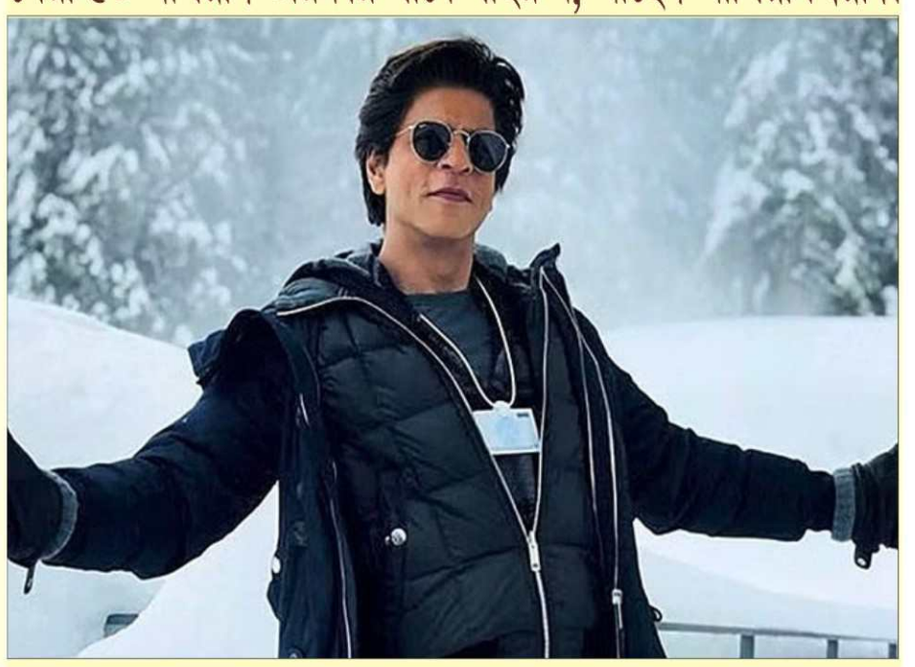

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলতি বছরের শীর্ষ ৫০ এশিয়ান তারকার তালিকার প্রথমে অবস্থান করছেন বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খান। শুক্রবার যুক্তরাজ্যের সাপ্তাহিক 'ইস্টার্ন আই'-এ তালিকাটি প্রকাশ করা হয়। এই তালিকায় পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছেন আলিয়া ভাট ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।

'ইস্টার্ন আই'র তালিকায় শাহরুখ নিয়ে একটি উদ্ধৃতিতে বলা হয়। সেখানে বলা হয়, 'একই বছরে তিনটি বলিউড ব্লকবাস্টার ফিল্ম করা প্রথম ব্যক্তি হবেন খান। বৈশ্বিকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে এই অভিনেতা আবারও দর্শকদেরকে সিনেমা হলমুখী করছেন যা পিছিয়ে পড়া এ সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিকে আবারও নতুন উদ্যমে চলার উৎসাহ ও শক্তি দিয়েছে। ইতিহাস সৃষ্টি করা এই তারকা তার দীপ্তিমান উপস্থিতি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন বলিউড সিনেমা কী করতে সক্ষম।'

মুক্তির অপেক্ষায় থাকা শাহরুখের পরবর্তী সিনেমার নাম 'ডানকি'। রাজকুমার হিরানীর পরিচালিত এই সিনেমায় আরও আছেন তাপসী পান্নু ও ভিকি কৌশল। ডিসেম্বরের ২১ তারিখ সিনেমাটি মুক্তির কথা রয়েছে।

তালিকাটি তারকাদের কাজের ক্ষেত্রে অবদান এবং দর্শকদের ওপর তাদের প্রভাব ও অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও দর্শকদের পছন্দে তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মনোনীত করতে পারার কথাও বলা আছে।

আলিয়া ভাট বলিউড এবং হলিউডে তার কাজের জন্য দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। হার্ট অভ দ্য স্টোন দিয়ে হলিউডে অভিষেক হয় তার। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তার সিটাডেল এবং লাভ অ্যাগেইন, বিভিন্ন দাতব্য কাজ এবং আন্তর্জাতিক ইভেন্টে লাল গালিচায় নানাভাবে আলোচনায় থাকার জন্য অবস্থান করছেন তৃতীয় স্থানে।

গায়ক, অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জ চলচ্চিত্র এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শিল্পীদের সাথে কোলাবোরেশনের জন্য চতুর্থ স্থানে আছেন। দিলজিতের সর্বশেষ কোলাবোরেশন ছিল অস্ট্রেলিয়ান গায়িকা সিয়ার সঙ্গে। কোচেল্লা উৎসবে তার পারফরম্যান্সের জন্যও তিনি আলোচনায় আসেন। এছাড়া ষষ্ঠ স্থানে আছেন রণবীর কাপুর।

বিচ্ছেদের গুঞ্জন, অভিষেককে দেখে অপলক তাকিয়ে রইলেন ঐশ্বরিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : তাদের নাকি বিবাহবিচ্ছেদ হচ্ছে। ইতোমধ্যেই নাকি স্বামী অভিষেক বচ্চনের বাড়ি ছেড়েছেন ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন। বলিপাড়ায় কান পাতলেই বচ্চন সংসারের অশান্তি নিয়ে আলোচনা শোনা যায়। তবে এখনও পর্যন্ত এ প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করেননি পরিবারের কেউই। শুধু তাই নয়, মাঝে শোনা গিয়েছিল শ্বশুর অমিতাভ বচ্চনও বৌমাকে আনফলো করেছেন তার ইনস্টাগ্রাম থেকে। তবে এত ঘটনার পরেও বচ্চন পরিবারের সবাইকে একসঙ্গে দেখা গেছে। কখনও 'আর্চিজ'-এর প্রিমিয়ারে, তো কখনও আবার আরাধ্যা বচ্চনের স্কুলের অনুষ্ঠানে। একদিকে বিচ্ছেদের আলোচনা অব্যাহত। মেয়ের স্কুলের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে অভিষেক-ঐশ্বরিয়াকে একসঙ্গে দেখা গেল।

প্রথম দিন আলাদা আলাদা গাড়ি থেকে নামতে দেখা গিয়েছিল তাদের। তারপর অবশ্য ফিরেছিলেন একই গাড়িতে। এবার দ্বিতীয় দিনে দেখা গেল পাশাপাশি হেঁটে স্কুলে ঢুকছেন তারা। আর একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত। আর ঐশ্বরিয়া তো অভিষেকের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই জন্ম নিয়েছে নতুন ভাবনা। অনেকেই ভাবছেন তা হলে এত দিন ধরে যে আলোচনা চলছে তা কি সম্পূর্ণ ভুল? আরাধ্যার প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন দাদা অমিতাভও। এসেছিলেন ঐশ্বরিয়ার মা-ও। তাকে হাত ধরে গাড়িতে তুলে দেন অভিষেক।

আর নাতনির পারফরম্যান্স দেখে তো মুগ্ধ অমিতাভ বচ্চন। অমিতাভ নিজের ব্লগে লেখেন, "আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত গর্বের একটা মুহূর্ত। মঞ্চে যেভাবে অভিনয় করল আমাদের পরিবারের এই ছোট্ট সদস্য, তা সত্যিই ওর সহজাত প্রতিভা। যদিও ছোট্ট মানুষটা আর ছোট্ট নেই, ক্রমে বড় হয়ে উঠছে।"

এতসব কিছুর মাঝেও অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা থামছেই না।

আইসিইউতে অভিনেত্রী তনুজা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের প্রবীণ অভিনেত্রী তনুজাকে অসুস্থ অবস্থায় মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বর্তমানে আইসিইউ-তে রাখা হয়েছে ৮০ বছর বয়সি তনুজাকে।

অভিনেত্রী তনুজা সমর্থ পরিচালক কুমারসেন সমর্থ এবং অভিনেত্রী শোভনা সমর্থের কন্যা তিনি। ১৯৭৩ সালে পরিচালক সমু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের দুই কন্যা কাজল এবং তানিশা। হিন্দি এবং বাংলা সিনেমাজগতে পরিচিত মুখ তিনি। ১৯৫০ সালে দিদি নূতনের সঙ্গে 'হামারি বেটি' ছবিতে অভিনয়ে দিয়ে তনুজার হাতে খড়ি। ১৯৬০ সালে 'ছাবিলি'-তে অভিনয় করেন। ১৯৬১ সালে 'হামারি ইয়াদ আয়েগি' ছবিতে মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করেন।

এই সময় তিনি বাংলা এবং হিন্দি ছবিতে সমান্তরাল ভাবে কাজ করতে থাকেন। ১৯৬৩ সালে উত্তম কুমারের বিপরীতে 'দেয়া নেয়া' ছবিতে অভিনয় করেন। এ ছাড়াও ১৯৬৭ সালে 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি', ১৯৬৯-এ 'তিন ভুবনেরর পারে' এবং 'প্রথম কদম ফুল', ১৯৭০-এ 'রাজকুমারী'তে অভিনয় করেন।

'ক্যাপ্টেন' রোহিতকে

সরাতেই বিপাকে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চেন্নাই সুপার কিংসকে এখনও নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। পাঁচবার খেতাব জিতে আইপিএলের সফলতম অধিনায়ক ৪২ বছরের ধোনি। তার সঙ্গে একই সারিতে রয়েছেন রোহিত শর্মা। পাঁচটি আইপিএল শিরোপা জয় তারও। কিন্তু এরপরেও ৩৬ বছরেই রোহিতের থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিল মুম্বই। অধিনায়ক হিসেবে সদ্য দলে ফেরা হার্দিক পাণ্ডিয়ার নাম ঘোষণা করা হয়। যাতে ক্ষিপ্ত মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের সমর্থকরা।

রোহিতকে ছাঁটাই করার কয়েকঘন্টার মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুম্বাইয়ের ৪০০০ ফলোয়ার কমে গেছে। কোথাও পুড়ছে জার্সি, টুপি। কোথাও আবার জ্বলছে পতাকা। রোহিতের অপসারণ মেনে নিতে পারছে না ভক্তরা। কিছুদিন আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আকাশ আম্বানি জানিয়েছিলেন, রোহিতই তাদের অধিনায়ক থাকবেন। তাহলে হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত কেন? এর যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স সমর্থকরা। রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হার্দিকের নেতৃত্বে খেলার সম্ভাবনা কম হিটম্যানের। তাহলে কোথায় যাবেন? জুনে টি-২০ বিশ্বকাপ। তার আগে রোহিতকে সরিয়ে দেওয়া কি অন্য কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে? আসন্ন বিশ্বকাপে কি তাকে অধিনায়কের হটসিটে দেখা যাবে? বর্তমান পরিস্থিতি অঙ্ক জটিল করে দিচ্ছে। আসন্ন আইপিএলে রোহিতকে মুম্বাইয়ের জার্সিতেই দেখার কথা। কিন্তু নতুন ডেভেলপমেন্টে কি সবকিছু বদলে যাবে? একাধিক প্রশ্ন উঠলেও, এই মুহূর্তে তার কোনও উত্তর নেই।

আবার হোঁচট খেল বার্সেলোনা!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লা লিগায় ভ্যালেন্সিয়ার মাঠ থেকেও জিতে ফিরতে পারেনি বার্সেলোনা। এগিয়ে গিয়েও জিততে না পারায় ম্যাচ শেষে নিজের হতাশাটা একদম লুকাতে পারেননি বার্সেলোনা কোচ জাভি এর্নান্দেজ।

তিনি বলেন, 'প্রতিপক্ষের বক্সে আমাদের আরও ভালো করতে হবে। সুযোগগুলো ভালো ছিল কিন্তু আমরা জিততে পারিনি। আমার ধারণা, আমরা দুই পয়েন্ট ছেড়ে দিয়ে এসেছি। কারণ দারুণ একটা ম্যাচ খেলেছে দল। পয়েন্ট ছুড়ে দেওয়াটা তাই হতাশাজনক।'

মেস্তায়ায় স্বাগতিকদের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে বার্সা।

ম্যাচের দু'টি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। ৫৫ মিনিটে রাফিনিয়ার ক্রস থেকে কাতালান ক্লাবটিকে এগিয়ে দেন ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকা জোয়াও ফেলিক্স। ৭০ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া জোরালো শটে সমতা আনেন ভ্যালেন্সিয়ার হুগো গিয়ামোন।

লা লিগায় নিজেদের শেষ চার ম্যাচে মোটে একটি জয় তাদের। এর মধ্যে নিজ মাঠে জিরোনার কাছে বাজেভাবে হেরেছে তারা। শুধু ঘরোয়া লিগ নয় চ্যাম্পিয়নস লিগেও হতাশ করেছে তারা। যদিও শেষ ষোলোতে জায়গা করে নিয়েছে কাতালানরা। তবে গ্রুপের শেষ ম্যাচে বেলজিয়ামের অখ্যাত ক্লাব রয়াল অ্যানটওয়ার্পের কাছে হেরে যাওয়ায় জাভির কোচিংকেই ফেলেছে প্রশ্নের মুখে।

৫০০তম উইকেটের

এলিট ক্লাবে ন্যাথান লায়ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ন্যাথান লায়নের মিডল স্টাম্পের ওপর করা ডেলিভারি রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলার চেষ্টায় ব্যর্থ ফাহিম আশরাফ। বল তার প্যাডে লাগতেই জোরাল আবেদন। কিন্তু সাড়া দিলেন না আম্পায়ার। লম্বা সময় ভেবে রিভিউ নিলেন প্যাট কামিন্স। রিপ্লেতে তিনটি 'লাল' জ্বলে উঠতেই সতীর্থদের আলিঙ্গনে আটকা পড়লেন লায়ন। পাঁচশতম উইকেটের এলিট ক্লাবে ঢুকে পড়লেন অস্ট্রেলিয়ান অফস্পিনার।

পাকিস্তানের বিপক্ষে পার্থ টেস্টে রবিবার (১৭ ডিসেম্বর) অসাধারণ এই মাইলফলক স্পর্শ করেন লায়ন। সব দেশ মিলিয়ে অষ্টম এবং অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় বোলার হিসেবে এই কীর্তি গড়লেন তিনি। গত জুলাইয়ে অ্যাশেজ শেষে তার নামের পাশে ছিল ৪৯৬টি টেস্ট ক্রিকেট। প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস পর জাতীয় দলের হয়ে লাল বলের ক্রিকেটে নেমেই মাইলফলকটি ছুঁয়ে ফেললেন লায়ন।

পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে আব্দুল্লাহ শফিক, ইমাম-উল-হাক ও আমের জামালকে ফিরিয়ে লক্ষ্যের হাতছোঁয়া দূরত্বে পৌঁছে যান ৩৬ বছর বয়সী বোলার। আর দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি নিলেন আরও দুটি। অবশ্য চতুর্থ দিনে ৪৫০ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়ায় শুরুতেই লড়াই থেকে ছিটকে পড়া পাকিস্তান যেভাবে উইকেট হারাচ্ছিল, তাতে একটা সময় এই ম্যাচে লায়নের পাঁচশ হবে কিনা, প্রশ্ন জাগে।

অধিনায়ক প্যাট কামিন্স অবশ্য ইনিংসে দ্বাদশ ওভারেই তার হাতে বল তুলে দেন। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত উইকেটটি আর ধরা দিচ্ছিল না তার। অবশেষে ইনিংসের ২৮তম ও নিজের সপ্তম ওভারে ফাহিমকে ফিরিয়ে জাদুকরী ঠিকানায় পৌঁছে যান তিনি। তিন বল পর আমের জামালকেও বোল্ড করে ফেরানো লায়নের এখন মোট টেস্ট উইকেট ৫০১টি।

২০১১ সালে প্রথম বলেই উইকেট নিয়ে টেস্ট ক্যারিয়ার শুরু করা লায়ন পাঁচশর ঠিকানায় পৌঁছালেন ২৩০ ইনিংসে। প্রায় এক যুগের ক্যারিয়ারে ২৩ বার ইনিংসে ৫ উইকেটের সঙ্গে ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়েছেন ৪ বার। পাঁচশর ঘরে দেশের সাবেক দুই তারকা শেন ওয়ার্ন ও গ্লেন ম্যাকগ্রার পাশে বসলেন লায়ন। ওয়ার্নের উইকেট ৭০৮টি আর ম্যাকগ্রার ৫৬৩টি।

সব দেশ মিলিয়ে অন্তত পাঁচশ উইকেট নেওয়া আট জনের যে তালিকা, সেখানে চতুর্থ স্পিনার হলেন লায়ন। তিনি ও ওয়ার্ন ছাড়া সেখানে আরও আছেন লঙ্কান কিংবদন্তি মুত্তিয়া মুরালিধরন ও ভারতের অনিল কুম্বলে। ৮০০ উইকেট নিয়ে এই তালিকায় সবার ওপরে আছেন মুরালিধরন।

বিশ্বজয়ের বর্ষপূর্তি

এই দিন সেই দিন...

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গ্যাব্রিয়েল মন্টিয়েলের শট গোললাইন পার হতেই লুসাইলে বাঁধভাঙা উল্লাস। ততক্ষণে লিওনেল মেসিও হাঁটুগেড়ে বসে পড়েন; দুচোখ মুছতে মুছতে পারদেস, অ্যাকুনা, ফার্নান্দেজ আর ওটামেন্ডি হাজির। এর পর মেসিকে জড়িয়ে চলে খানিকটা উদযাপন। আরেকদিকে বল জালে পাঠিয়ে জার্সি দিয়ে মুখ ঢেকে আনমনা হয়ে ছুটতে থাকা মন্টিয়েলকে ছুঁয়ে উদযাপন সারেন দিবালা এবং বেঞ্চের কয়েকজন। ক্যামেরার ফ্রেম এর মধ্যে খুঁজে নেয় চ্যাম্পিয়নদের নেপথ্যের নায়ক লিওনেল স্কালোনিকে। খানিকটা অবাকই মনে হয় তাঁকে। শুরুতে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন মাঠের দিকে, এর পর বোধ হয় চোখের জল লুকাতে বসেন ডাগআউটের বেঞ্চে। কিন্তু এমন দিনে আনন্দাশ্রু লুকানো গেলে তো। স্টাফরা এক এক করে তাঁর সঙ্গে উদযাপন করেন। তাঁকে যেন বোঝাতে চান 'তোমার জন্যই সম্ভব হলো। আজকের দিনটি শুধুই তোমার।'

কিন্তু কিছুতেই স্কালোনির ভ্রম কাটছে না। মনে হয় চিমটি কেটেও দেখেছেন, যা হলো সেটা আসলেই সত্যি তো! বিশ্বজয়, এমন অনেক কিছুই হওয়া স্বাভাবিক। দিনটি ১৮ ডিসেম্বর। না আজকের দিন নয়, তারিখ এক হলেও বছরটা ছিল ২০২২। হ্যাঁ, দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেছে, আর্জেন্টিনার স্বপ্নের শিরোপা জেতার।

নানা কারণে কাতার বিশ্বকাপ আর্জেন্টিনার জন্য ছিল মহাগুরুত্বপূর্ণ। একদিকে ৩৬ বছরের আক্ষেপ, আফসোস আর বেদনার স্তূপ। আরেকদিকে মেসির শেষ। সব মিলিয়ে সতীর্থরা খুব করে চেয়েছিলেন যুদ্ধটা কাতারেই শেষ করতে। টুর্নামেন্টের আগেও বেশ কয়েকজন এ নিয়ে কথা বলেন। সবার কণ্ঠে লড়াইয়ের একটা বার্তা ছিল। এর পর যখন সৌদি আরবের সঙ্গে যাত্রাতে ধাক্কা খায় আর্জেন্টিনা, তখন আরও শক্তিশালী হয়ে ফেরে দলটি। গোলপোস্ট নিয়ে যে চিন্তা ছিল, সেটাও ভুলিয়ে দেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ নামের এক বাজপাখি। পেনাল্টি আটকে দেওয়া, দুর্দান্ত সব সেভ; সব শেষ ফাইনালের একেবারে অন্তিম সময়ে মুয়ানির ম্যাজিক্যাল এক শট থামিয়ে জানিয়ে দেন ট্রফিটা তারা নিতেই এসেছেন। তার আগের গল্পও ছিল রোমাঞ্চে ঠাসা। নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে কী দুর্দান্ত এক ম্যাচ উপহার দেন মেসিরা। ম্যাচের মিনিটে মিনিটে বদলে যায় দৃশ্যপট। কখনও ডাচদের মুখে হাসি, কখনও আকাশি-সাদাদের মাথায় হাত। ঘন ঘন বদলাতে থাকা সেই ম্যাচের জয়ের বইয়ে শেষ পর্যন্ত বিজয়ের চিহ্নটা আর্জেন্টিনাই আঁকে। ফাইনালের শুরু আর শেষও হয় নাটকীয়তায়। যেখানে প্রথমার্ধে ছিল মেসিদের দাপট। কিন্তু হঠাৎ সেই ম্যাচ নিজেদের করে নেয় ফরাসিরা। নায়কের আসনে বসার পথে ছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। এর পর ঠিকই সেই পথ ভেঙে জয়ের মশাল উড়ায় আর্জেন্টিনা।

টেস্ট দলে জায়গা ফিরে পেতে

কিপিং করতে প্রস্তুত রাহুল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে ক্যারিয়ারের প্রায় অর্ধেক ম্যাচেই কিপিং করেছেন লোকেশ রাহুল। সম্প্রতি কিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবেই পুনরুজ্জীবিত করেছেন নিজের ওয়ানডে ক্যারিয়ার। ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টিতেও টুকটাক কিপিং করেছেন তিনি। তবে টেস্ট ক্রিকেটে কখনও করেননি। এখনও সেই চ্যালেঞ্জও নিতে প্রস্তুত তিনি। টেস্ট একাদশে জায়গা ফিরে প্রয়োজনে কিপিং করতে হলেও সানন্দেই তা করবেন বলে জানালেন ৩১ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৭২ ম্যাচের ৩৩টিতেই কিপিং গ্লাভস হাতে নিয়েছেন রাহুল। এর মধ্যে এই বছরই এই ভূমিকা পালন করেছেন ২১ ম্যাচে। এই সংস্করণে তার ক্যারিয়ার ব্যাটিং গড় ৫০.৭৯ হলেও কিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলে ব্যাটিং গড় ৬০.৬৩। দেশের হয়ে টি-টোয়েন্টিতেও কিপিং করেছেন তিনি ৮ ম্যাচে। কিন্তু টেস্টে কখনও কিপিং গ্লাভস হাতে নেননি। অভিষেক ইনিংসটি ছাড়া ৪৭ ম্যাচের টেস্ট ক্যারিয়ারের বাকি পুরোটাই টপ অর্ডারে ব্যাট করেছেন রাহুল। কিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে এই সংস্করণে তাকে আগে বিবেচনা করেনি দল।

বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলে টেস্টে তার সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ভালো নয়। সবশেষ ১০ ইনিংসে তার নেই ফিফটি। গত ফেব্রুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচের মাঝপথে ছিটকে পড়েন দল থেকে। এবার দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের দল দিয়ে আবার তাকে ফেরানো হয়েছে টেস্টে। তবে এই মুহূর্তে ভারতের টপ অর্ডারে জায়গা ফাঁকা নেই। অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে এখন ওপেন করছেন ইয়াসাসবি জয়সওয়াল। তিনে খেলছেন শুবমান গিল। একাদশে জায়গা পেতে হলে তাক চোখ রাখতে হবে কিপার-ব্যাটসম্যানের ভূমিকাতেই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্টের আগে অবশ্য ওয়ানডে সিরিজও খেলতে হবে ভারতীয় দলকে। রাহুল তাকিয়ে আপাতত সেখানেই। তবে প্রসঙ্গক্রমে তাকে কথা বলতে হলো টেস্ট ক্রিকেট নিয়েও। এমনিতে টপ অর্ডারে ব্যাটিং করতে পছন্দ করলেও ওয়ানডেতে এখন কিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে মিডল অর্ডারে ব্যাট করছেন রাহুল। এখন প্রয়োজনে টেস্টেও একই ভূমিকায় তাকিয়ে তিনি। লোকেশ রাহুল বলেন, সব সংস্করণের কথা তো জানি না। এই মুহূর্তে আমার মনোযোগ ওয়ানডে সিরিজে এবং এখানে আমি একই ভূমিকা পালন করব। কিপিং করব ও মিডল অর্ডারে ব্যাট করব। এরপর হ্যাঁ, টেস্ট ম্যাচেও এই ভূমিকা আমি খুশিমনেই নেব। নতুন ভূমিকাকে আলিঙ্গন করতে এবং দল আমার কাছে যা কিছু চায়, তা করতে আমার কখনোই আপত্তি নেই। ম্যানেজমেন্ট, কোচ ও অধিনায়ক আমাকে যা করতে বলবে, খুশি হয়েই তা করতে প্রস্তুত আছি। দল যদি আমাকে এই ভূমিকায় (টেস্ট কিপার-ব্যাটসম্যান) চায়, সানন্দেই তা করব।"

সড়ক দুর্ঘটনায় পড়ে রিশাভ পান্ত লম্বা সময় বাইরে থাকাতেই মূলত কিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলার সুযোগ তৈরি হয়েছে রাহুলের সামনে। তবে এখানে তার শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ইশান কিষান। পান্ত না থাকায় শুরুতে সুযোগটি পেয়েছিলেন শ্রিকার ভারত। তবে কিপিং ভালো করলেও তিনি ব্যাট হাতে খুব বেশি অবদান রাখতে পারেননি। ৫ টেস্ট খেলে ফিফটি করতে পারেননি একটিও। এরপর তার জায়গায় সবশেষ সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজে দুটি টেস্ট খেলানো হয় কিষানকে।

শ্রেয়াস আইয়ার চোট কাটিয়ে দলে ফেরায় ভারতের মিডল অর্ডারে বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলার সুযোগ সামান্যই। রাহুলকে তাই হয়তো লড়াই করতে হবে কিষানের সঙ্গেই। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু ২৬ ডিসেম্বর। রোববার থেকে অনুষ্ঠেয় ওয়ানডে সিরিজে ভারতকে নেতৃত্বও দেবেন রাহুল।

পঞ্চম ক্লাব বিশ্বকাপ

জয়ের আশায় মার্সেলো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চারবার ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে খেলেছেন মার্সেলো। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ওই চারবারই তিনি পেয়েছেন শিরোপার স্বাদ। আরেকবার প্রতিযোগিতাটিতে খেলার অপেক্ষায় অভিজ্ঞ এই ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার, এবার শৈশবের ক্লাব ফ্লুমিনেন্সের জার্সিতে। এবারও ট্রফিতে চুমু আঁকার লক্ষ্য ৩৫ বছর বয়সী মার্সেলোর। সৌদি আরবে ১৮ ডিসেম্বর ক্লাব বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনালে মিশরের ক্লাব আল আহলির মুখোমুখি হবে কোপা লিবের্তাদোরেস চ্যাম্পিয়ন ফ্লুমিনেন্সে। এখানে জিততে পারলে শিরোপা লড়াইয়ে ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি অথবা জাপানের ক্লাব উরাওয়া রেড ডায়মন্ডসের বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিলিয়ান দলটি।

রিয়াল মাদ্রিদে সাফল্যময় ১৬ বছরের অধ্যায়ের ইতি টেনে গত বছর গ্রীক ক্লাব অলিম্পিয়াকোসে যোগ দেন মার্সেলো। তবে সেই অধ্যায় শেষ হয়ে যায় পাঁচ মাসেই। এরপর এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে ফেরেন ফ্লুমিনেন্সে, এই ক্লাবের হয়েই শুরু হয়েছিল তার পেশাদার ক্যারিয়ার। গত মাসে দলটির হয়ে কোপা লিবের্তাদোরেস জয়ের স্বাদ পান তিনি। এবার ক্লাব বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন মার্সেলো। রিয়ালের হয়ে যে স্বাদ তিনি পেয়েছেন ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে। কেমন সেই অনুভূতি? ফিফাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের ভাবনা তুলে ধরলেন এই লেফট-ব্যাক।

মার্সেলো জানান, অসাধারণ (অনুভূতি)। রেয়াল মাদ্রিদের হয়ে জেতা প্রতিটি ক্লাব বিশ্বকাপের আলাদা স্বাদ। আমি চারটি আসরে অংশগ্রহণ করার এবং চারটিই জয়ের সুযোগ পেয়েছি। এবার বিশেষ কিছু, কারণ আমি আমার শৈশবের দলের হয়ে ক্লাব বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করছি।

তিনি আরও বলেন, প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কখনই আমি আগেভাগে কোনো প্রতিযোগিতার (ট্রফি জিতবই) বলি না। ক্লাব বিশ্বকাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে, খেলতে, শিরোপা জিততে লড়াই করার জন্য যা লাগে, তা আমাদের আছে। তবে আমরা জানি, আরও দল আছে যারা ক্লাব বিশ্বকাপ জিততে চায়। আমি বলতে পারি না যে, আমরা জিতব কি-না। কারণ আমরা এখনও আমাদের ক্লাব বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করিনি, তবে আমাদের সামর্থ্য, নিজেদের প্রতি অনেক বিশ্বাস আছে।

মুম্বইয়ে সাত লাল কার্ডের ইতিহাস!

মারামারি ম্যাচে মোহনবাগানের প্রথম হার

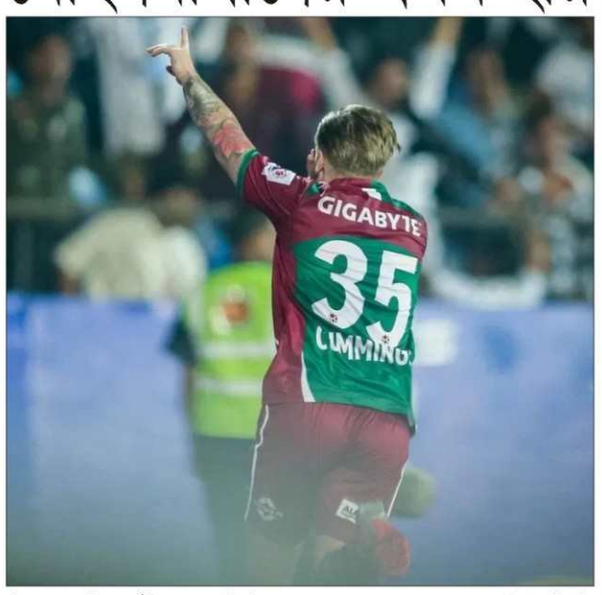

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ান সুপার লিগে গত বারের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। এ মরসুমেও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। মোহনবাগানের একটা আক্ষেপ অবশ্য কাটেনি। টুর্নামেন্ট যাই হোক, মুম্বই সিটি এফসিকে কখনও হারাতে পারেনি মোহনবাগান। এ বারও খালি হাতেই মাঠ ছাড়তে হল। মুম্বই সিটি এফসির ঘরের মাঠে সমতা ফেরালেও শেষ রক্ষা হল না মোহনবাগানের। ১-২ গোলে হার। ম্যাচ শেষে আরও তিনটি রেড কার্ড। সব মিলিয়ে সাতটি করে রেড ও হলুদ কার্ড। আইএসএলের ইতিহাসে এটিই সর্বাধিক। গত ম্যাচে জয়ের রাস্তায় ফিরলেও ফের হার মোহনবাগানের।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR